সংবাদ

তারিখ ... 18 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৪

জামায়াতুল মুজাহিদিন-ছাত্রশিবির কানেকশনের তথ্য উদঘাটিত

লিয়াকত আলী বাদল ॥ সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদিনের সঙ্গে জোট সরকারের সহযোগী জামাতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র-শিবিরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার বিষয়টি অবশেষে ফাঁস হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার পঞ্চগড় জেলা শহরে জঙ্গি সংগঠনের ৪ সদস্য বোমাসহ গ্রেফতার হওয়ার পর বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। গ্রেফতারকৃতদের কাছে ঢাকার জামাত শিবির কেন্দ্রীয় নেতাদের টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বরসহ বিভিন্ন কাগজপত্র পাওয়া গেছে। উত্তরাঞ্চলে জঙ্গি সংগঠনটির তথ্য ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

তথ্য ঃ উদঘাটিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তৎপরতা ব্যাপকতা লাভ করায় বিভিন্ন মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

পঞ্চগড় জেলা পুলিশের এক উর্ধতন কর্মকর্তা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) শনিবার 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন, গ্রেফতারকৃত ৪ জঙ্গির কাছে তাজা বোমা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম, বিভিন্ন কাগজপত্র যা উদ্ধার করা হয়েছে সেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। আসামিদের ৩ দিনের রিমান্ডে নিয়ে এসে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সাইদুল ইসলাম নামে যুবকটি দিনাজপুর শহরে তাদেরই বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেখানে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ টাইম বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও আগ্নেয়াস্ত্র ঘটনার সঙ্গে সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। শুধু তাই নয়, বোমা তৈরির ওপর তার বিদেশে প্রশিক্ষণ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আজ সাইদুলকে দিনাজপুর জেলা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তিনি আরও জানান, গ্রেফতারকৃত ৪ যুবককে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ২/৪ দিনের মধ্যে ঢাকায় পাঠানো হবে।

এদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী বিভাগের ১৬ জেলায় জঙ্গি সংগঠনটির তৎপরতা মারাত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলা শহরে তারা সশস্ত্র যুদ্ধের ডাক দিয়ে দেয়ালে দেয়ালে চিকা মেরেছে। রংপুর শহরে এবং উপজেলাতে জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদিনের প্রশিক্ষণ শিবির এবং আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে বলে গোয়েন্দা সংস্থা নিশ্চিত হয়েছে। কারণ দিনাজপুর শহরে বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত অবস্থায় রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভর্তি হওয়া ২ জঙ্গি সদস্যদের বাড়ি রংপুর শহরের মাহীগঞ্জ এলাকায়। তাদের নাম আবু বকর (২৫) ও তারিকুল ইসলাম (২২)। এদের বাহক হিসেবে যে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল তার নাম সরকার হোসেন। তারও বাড়ি মাহীগঞ্জ এলাকায়। অন্যদিকে পঞ্চগড়ে যে ৪ জঙ্গি সদস্য ধরা পড়েছে এদের ২ জনের বাড়ি রংপুরে। একজনের নাম হামিদুল ইসলাম (২০), পিতা-জয়নাল আবেদিন, গ্রাম-কিশামত হাবু, উপজেলা-গঙ্গাচড়া, অন্যজনের নাম জহুরুল (২০), পিতা-কাশেম, বাড়ি রংপুর শহরের মাহীগঞ্জ সাতমাথা এলাকায় বলে জানা গেছে। অন্য ২ সদস্যের একজনের বাড়ি দিনাজপুরের পার্বতীপুরে, আরেকজনের বাড়ি নীলফামারীর ডিমলায়।

রংপুর পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় দিনাজপুর থেকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে উধাও হয়ে গেলেও তাদের হদিস করতে পারেনি। তবে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত করতে গিয়ে আহত ২ যুবক ও তাদের বাহকদের সমস্ত ঠিকানাসহ পুরো বায়োডাটা সংগ্রহ করলেও তাদের গ্রেফতারে তৎপর হয়নি।

এদিকে দিনাজপুর, পার্বতীপুর, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ রাজশাহী বিভাগে বেশ কয়েকজন জঙ্গি গ্রেফতার হওয়ার পর জামাত-শিবিরের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রকাশিত হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে জামাত-শিবির প্রতিবাদ করেনি। প্রশাসন বারবারই পুরো বিষয়টি চেপে যেতে চাইছে। সর্বশেষ পঞ্চগড়ে ৪ জঙ্গি সদস্য বোমাসহ গ্রেফতার হওয়ার পর তাদের কাছে জামাত-শিবিরের বিভিন্ন ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর পাওয়ার পর সরকারের উর্ধতন মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পুলিশকে সাংবাদিকদের কোন তথ্য দেয়া নিষেধ করা হয়েছে। [illegible]

দেয়া হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহল আশঙ্কা করছেন। তবে কেন বারবার জামাত-শিবিরের নাম আসছে জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদিনের সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক এ বিষয়ে সরকারের নীতি-নির্ধারকদের গভীরভাবে ভেবে দেখা এবং উচ্চপর্যায়ে তদন্ত করা প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গোয়েন্দা বিভাগের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, জামাত-শিবিরের একটি অংশ সরাসরি জঙ্গি সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত। যেহেতু জামাত-শিবিরের সারাদেশব্যাপী তাদের দলীয় নেটওয়ার্ক রয়েছে, সে কারণে পরোক্ষভাবে তারা জঙ্গি সংগঠনকে সহায়তা করছে। যদিও জামাত-শিবিরের রংপুর জেলার কয়েকজন নেতা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা করার কথা বানোয়াট এবং মিথ্যা প্রচারণা বলে দাবি করেছেন।

তবে যেহারে জঙ্গি সংগঠনটির তৎপরতা বেড়েছে তাতে করে বিভিন্ন মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। পঞ্চগড়ে ৪ জঙ্গি গ্রেফতার, শক্তিশালী বোমা উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় পঞ্চগড় পুলিশ প্রশাসন দক্ষতার পরিচয় না দিলে এ বোমা পঞ্চগড় স্টেডিয়ামে চলমান শিল্প ও বাণিজ্যমেলা এবং সিনেমা হলসহ বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজে ব্যবহার করা হতো বলে থানা পুলিশ জানিয়েছে।

গতকাল পঞ্চগড় সদর থানায় গ্রেফতারকৃত ৪ জঙ্গিকে দিনভর ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। একটি সূত্রে জানা গেছে, তারা তাদের আসল নাম ও ঠিকানা ২/৩টি করে দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে, যা তদন্তের স্বার্থে বলা যাবে না বলে এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান।